Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক

"বরিশালের আমড়া"

GI Journal No. 48

Published on : 19 SEP 2024

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে–

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়ন-পূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে:

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৬৩
আবেদনের তারিখ: ২৫-০২-২০২৪ খ্রি.

ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য "বরিশালের আমড়া" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ "বরিশালের আমড়া"

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ জেলা প্রশাসক, বরিশাল।

খ) ঠিকানা ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বরিশাল।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের আংশিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার ফল (শ্রেণি: ৩১)।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১. আমড়া একটি কষ ও অম্ল স্বাদযুক্ত মুখরোচক ফল।

২. কাঁচা অবস্থায় টক-মিষ্টি স্বাদের, পাকলে টক ভাব কমে যায়।

৩. আমড়ার বৈজ্ঞানিক নাম Spondias mombin.

৪. আমড়ার খোসা পাতলা ও বীজ কাটা যুক্ত।

৫. একটি পরিপক্ক আমড়া দেড় থেকে দুই ইঞ্চি লম্বা এবং গড় ওজন ১১০-১২০ গ্রাম হয়।

৬. আমড়া কাঁচা অবস্থায় দেখতে কালচে সবুজ, শাঁস সাদা, পাকলে হলুদ রং ধারণ করে।

৭. বরিশালের আমড়া তুলনামূলক ভাবে আকারে বড় সাইজের হয়।

৮. হালকা গন্ধযুক্ত, মিষ্টি ও সুস্বাদু।

৯. সাধারণত শ্রাবণ থেকে কার্তিক (মধ্য জুলাই-মধ্য নভেম্বর) এই চার মাস আমড়ার মৌসুম হলেও প্রায় সারা বছরই কম বেশি আমড়া পাওয়া যায়।

১০. একটি আমড়া গাছ যত্ন নিলে ২০-২৫ বছর বেচে থাকে।

১১. বরিশালের দোআঁশ মাটি, মিষ্টি পানি (নুনা পানি নয়), এবং আবহাওয়া আমড়া চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

১২. গাছ রোপণের ৪-৫ বছর পর ফলন দেয়, কলমের গাছ হলে ১-২ বছরের মধ্যেই ফলন দেয়।

১৩. বরিশালের দোআঁশ মাটি ও মিঠা পানির ফলে আমড়ার স্বাদ মিষ্টি হয়, কষ কম হয়, কাঁচা অবস্থায় টক ভাব কম থাকে। তাই বরিশালের আমড়া অন্যান্য এলাকার আমড়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

টক-মিষ্টি স্বাদের আমড়া একটি বর্ষাকালীন ফল। বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে আমড়ার ভালো চাষ হয়। পুষ্টি, স্বাদ ও গন্ধে বরিশালের আমড়া অতুলনীয়। একটি বড় সাইজের আমড়া ওজনে ১৩০-১৬০ গ্রাম, মাঝারি ১০০-১২০ গ্রাম, ছোট সাইজ ৬০-৯০ গ্রামের হয়ে থাকে। মাটি, পানি ও আবহাওয়ার গুণাগুণের জন্য বরিশালের আমড়া সাইজে তুলনামূলক বড় হয়। পুষ্টিগুণ বিবেচনায় বরিশালের স্বরূপকাঠি (নেছারাবাদ) কে আমড়ার রাজধানী বলা হয়।

বরিশালের আমড়া খেতে মিষ্টি, বিচি ছোট। ভালো ফলনের জন্য আমড়ার উচ্চফলনশীল জাত রয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট উদ্ভাবিত বারি আমড়া-১ এবং বারি আমড়া-২। বারি আমড়া-১ বারো মাসি গাছ বা মনা কৃতির হয়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাত উদ্ভাবন করেছে নাম এফটিআইপিবাউ আমড়া-১। সাধারণত শ্রাবণ মাসে (মধ্য জুলাই) আমড়া পরিপক্ক হতে শুরু করে। শ্রাবণ থেকে কার্তিক (মধ্য জুলাই থেকে মধ্য নভেম্বর) পর্যন্ত ফলন স্থায়ী হলেও বর্তমানে সারা বছর কম বেশি আমড়া পাওয়া যায়।

আমড়া কাঁচা অবস্থায় খাওয়া ছাড়াও এটি ভর্তা, আচার, চাটনি, জুস, জেলি, মোরব্বা মতো লোভনীয় খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গ্রামাঞ্চলে আমড়া টক হিসেবে ডালের সাথে আবার কেউ কেউ গোশতের সাথেও আমড়া রেঁধে খান। আমড়ার খোসা ঔষাধি গুণসম্পন্ন এবং পাতা গরুর খাদ্য, ডাল- পালা ও শুকনো পাতা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পোকা দমন করে এবং যত্ন নিলে একটি আমড়া গাছ গড়ে ১৫-২০ বছর ফলন দেয়।

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী আমড়াতে শর্করা ১৫ গ্রাম, আমিষ ১.১০ গ্রাম, চর্বি ০.১০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৫৫ গ্রাম, আয়রন ৩.৯০ গ্রাম, ক্যারোটন ৮০০ মাইক্রোগ্রাম, ভিটামিন বি ১০.২৭ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি ২-০.০৪ মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি ৯২ মিলিগ্রাম, অন্য খনিজ পদার্থ ০.৬০ গ্রাম ও খাদ্য শক্তি ৬৬ কিলোক্যালরি। যা দাঁতের মাড়ি ফুলে যাওয়া, দাঁতের গোড়া থেকে পুজ ও রক্ত পড়া, প্রচন্ড ব্যথা, খাবার খেতে অসুবিধা অকালে দাত পড়ে যাওয়া ইত্যাদি প্রতিরোধ করে। আমড়াতে প্রচুর আয়রন থাকায় রক্ত স্বল্পতা দূর করে, আমড়া পিত্ত ও কফনাশক, আমড়া খেলে অরুচি ভাব দূর হয়, মুখে রুচি এনে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। বদ হজম ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোধকরে। রক্ত জমাট বাধার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, অ্যান্টি -অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

বরিশালের প্রধান অর্থকরি ফসল আমড়া। যার প্রায় ৮০% আমড়া বরিশালে উৎপাদন হয় এবং এখানকার আমড়ার সাথে প্রায় ১৬ হাজারেরও বেশি মানুষ বিভিন্ন স্তরে কর্মসংস্থান করছে, যেমন: কৃষক, বাগান মালিক, বাগানের শ্রমিক, ব্যাপারি, আড়ৎদার, খুচরা বিক্রেতা ইত্যাদি। বরিশালের ১৯০০ হেক্টর জমিতে আমড়ার আবাদ হয়। যার ফলন ২৬,৮৮৯ মেট্রিক টন, বিক্রয়মূল্য ৭২,০৬,২৫,২০০ (৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা। বরিশালের আমড়া বর্তমানে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যে বেশ ভালো রপ্তানি হচ্ছে (সূত্র: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বরিশাল)

ভৌগলিক নির্দেশকের ছবি

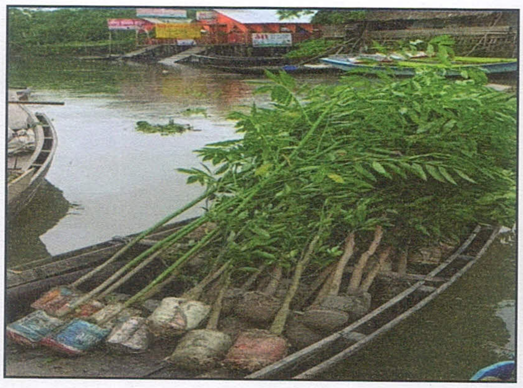

ছবি ১ : আমড়ার চারা গাছ।

ছবি ২ : পূর্ণ বয়স্ক আমড়া গাছ।

ছবি ৩ : গাছ থেকে পরিপক্ক আমড়া সংগ্রহ।

ছবি ৪ : বিক্রির উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা আমড়া।

ছবি ৫ : আমড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে।

ছবি ৬ : পরিবহনের জন্য আমড়ার মোড়কীকরণ।

ছ) উৎপাদনের ভৌগলিক এলাকা এবং মানচিত্র

চিত্র ১: মানচিত্রে বরিশালের আমড়া-এর উৎপাদন এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে।

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

বরিশালের আমড়ার সুখ্যাতি রয়েছে দেশ জুড়ে। তার প্রমাণ বহন করে ঝালকাঠির ভিমরুলির ভাসমান আমড়ার বাজার। সেখানে সারি সারি ছোট ছোট খোলা নৌকা আমড়া দিয়ে বোঝায় করা, যা সবার নজর কাড়ে। বরিশালের সনাতন ধর্মের বহু পুরোনো সংস্কৃতি হলো তাদের যেকোন অনুষ্ঠানে খাবার শেষে আমড়ার টক থাকতে হবে। এটাকে তারা শেষ পাত বলে।

৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে বিটিভিতে একটি টিভিসির অংশে গানের তালে তালে বরিশালের আমড়ার প্রসংশা করতে দেখা যায়।

পাতলা চামড়া বরিশালের আমড়া, এর কোন জুড়ি নাই; খেতে বড় মজা, কচকচে তাজা, তাই তো বেশি করে খায়। আমরা বরিশালের আমড়া খাই।

বরিশালের আমড়া নিয়ে ধাধা রয়েছে।
"দাদায় কইছে আমড়া, খাইছি আমরা।
কি খাইছি জানো কি তোমরা ?
বরিশালের আমড়া"

বরিশালের আঞ্চলিক গানে আমড়ার কথা উল্লেখ আছে।

"কীর্তিন খোলার পাড়ে বাড়ি
শেরে বাংলার উত্তর সরি।
ধান-নদী খালে ভরপুর
মগো বাড়ি বরিশাল।
বরিশালের জীবনানন্দ দাস,
চারণ কবি মুকুন্দ দাস,
সায়েস্তাবাদের সুফিয়া কামাল
হেগো বাড়ি বরিশাল।
বরিশালের এত সুনাম
নারিকেল সুপারির বাগান।
বরিশালের আমড়া ভালো
সারা বাংলার মাইনষে কয়,
সারা বাংলার মাইনষে খায়"।

২০২১ সালে প্রতাশিত জেলা প্রশাসন, বরিশাল বইয়ের ৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে। বরিশালের আমড়া বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জরিপ-২, মৌসুমের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ফল। এছাড়াও ২০১৯ সালে প্রতাশিত জেলা প্রশাসন, বরিশাল বইয়ের ৭২-৭৩ পৃষ্ঠায়ও বরিশালের আমড়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

বাংলাদেশ সাধারণত দু'প্রজাতির আমড়া পাওয়া যায়; এর মধ্যে দেশি আমড়া অন্যতম।

আমড়া দেশের সর্বত্রই জন্মে। তবে বরিশাল অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু এই ফল চাষের উপযোগী হওয়ায় এই এলাকায় বিস্তীর্ণ পরিসরে এই ফলের আবাদ হয়ে থাকে। বরিশাল অঞ্চলে ব্যাপক আবাদ হওয়ার কারণে এই ফল বরিশালী আমড়া নামে সমাধিক পরিচিত।

এছাড়াও বরিশাল বিভাগের ডায়েরি বইয়ের ৪৮ পৃষ্ঠায় বরিশালের প্রধান ফল-ফলাদিতে আমড়ার উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও পিরোজপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য লেখক হুমায়ুন রহমান, পৃষ্ঠা নম্বর ৭৩, এবং ২০২০ সালে প্রকাশিত "ফলের পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার" লেখক ড. মোঃ আখতার হোসেন চৌধুরী, পৃষ্ঠা নম্বর ১২১- এ এবিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়াও লেখক ২০০৭ সালে প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ) প্রকাশিত মোহাম্মদ নূরুজ্জামান রচিত "বাংলাদেশের জেলা-উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য" বইয়ের পৃষ্ঠা নং ২৬৯ এবং ২০১৪ সালে প্রকাশিত এস এম রইস উদ্দিন আহম্মদ রচিত "বরিশাল বিভাগের কিছু কথা" বই এর ৭৯ পৃষ্ঠায় প্রধান ফল-ফলাদি ও প্রধান রপ্তানী দ্রব্য হিসেবে আমড়ার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

দোআঁশ মাটি আমড়া চাষের জন্য বিশেষ ভাবে উপযোগী। বরিশালের পানি, জলবায়ুর কারণে এখানকার এঁটেল মাটিতেও আমড়ার ভালো চাষ হয়। একটি পরিপক্ক পাকা আমড়ার বীজ থেকে একাধিক আমড়ার চারা হয়। কলম পদ্ধতিতেও আমড়ার চারা সংরক্ষণ হচ্ছে। সমতল ভূমিতে কান্দি কেটে এমন ভাবে উঁচু করতে হবে যাতে নিচ দিয়ে পানি আসা-যাওয়া করলেও কান্দির উপরে পানি উঠতে না পারে। এক বিঘা জমিতে ৩ হাত প্রস্থে এবং ২০ হাত দৈর্ঘ্যে, মোট ৭-৮টি কান্দি করা যায়। প্রতিটি কান্দিতে ২-৩ টি গাছ লাগানো হয়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাস চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় হলেও বরিশালের মাটিতে আমড়ার চারা যে কোন মাসে রোপণের উপযোগী। বীজ থেকে চারা তৈরি করে ৭-৮ মাস বয়সি চারা ৬০দ্ধ৬০দ্ধ৬০ সে.মি. গর্ত করে রোপণ করতে হয়। আমড়ার চারা কমপক্ষে ১০-১২ হাত দূরত্ব রেখে রোপণ করা। যাতে গাছ উপরে উঠে ডাল- পালা ছড়াতে পারে কারণ আমড়া গাছের ডালায় থোকায় থোকায় ধরে থাকে।

চারা রোপণের সময় ২০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম জিপসাম দিয়ে রোপণ করে। ইউরিয়া, পটাস সার, জিং পাউডার ব্যবহার করা যায় এবং লিকোয়েড স্প্রে ব্যবহার করে পোকা দমন করা হয়। যদিও আমড়া গাছে তেমন যত্নের প্রয়োজন হয় না। আগাছা পরিষ্কার করে মোটামুটি যত্ন নিলে একটি গাছ অনেক বছর ফলন দেয়।

আমড়া গাছ এক প্রকার মাঝারি আকারের পূর্ণ মোচী বৃক্ষ। যা ২০-৩০ ফুট উচু হয়। আমড়া গাছের একটি বিশেষত্ব হলো পুরুষ গাছ হয় না। প্রবল ঝড় বা খড়া ছাড়া আমড়া নষ্ট হয় না। তবে ধারণা করা হয় আমড়ার সাইজ বড় হলে সংখ্যায় কম ধরে, সাইজ ছোট হলে গাছে আমড়া বেশি ধরে। বীজের গাছে ৪-৫ বছরের মাঝে ফলন আসে এবং কলমের গাছ ১-২ বছরের মাঝে ফল দেয়।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

বরিশাল বিভাগের আমড়ার সাথে অন্যান্য এলাকার আমড়ার পার্থক্য হল -

আকার: বরিশালের দোঁআশ মাটি ও এঁটেল মাটি এবং জলবায়ুর কারণে এখানকার আমড়া তুলনামূলক সাইজে বড় হয়। আঁশ মুক্ত, আটি ছোট হয়।

স্বাদ: বরিশালের মিঠা পানির কারনে আমড়ার প্রাকৃতিক গন্ধ বিদ্যমান, স্বাদে মিষ্টি, সুস্বাদু যা অন্যান্য অঞ্চলের আমড়া থেকে আলাদা হয়ে থাকে।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বরিশাল অঞ্চলে আমড়া চাষ হয়ে আসছে।

ঠ) বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন স্থানে আমড়ার বেচাকেনাকে কেন্দ্র করে ছোট বড় অনেক বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে পিরোজপুরের স্বরূপকাঠি, কাউখালী উপজেলার লঞ্চঘাট, দক্ষিণবাজার, বেকুটিয়া, নতুন বাজারসহ আশেপাশে অনেক বড় আড়ৎ ও বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেই সব আড়ত থেকে আমড়া কিনে ঢাকা, চাঁদপুর, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জসহ সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চালান করা হয়।

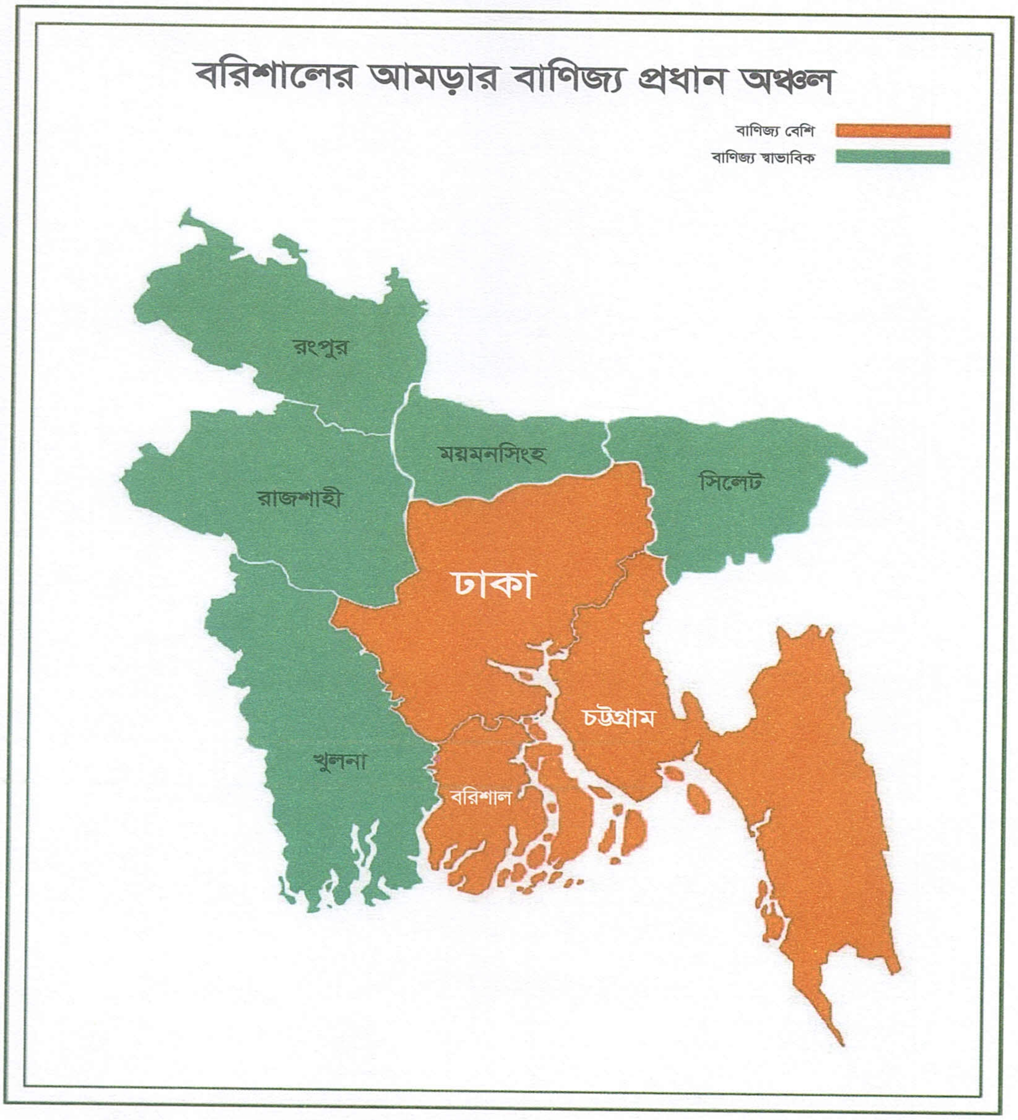

ঠ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বরিশাল।

ড) তথ্যসূত্র ঃ

১. বই; "ফলের পুষ্টিগুণ ও ব্যবহার", লেখক ড. মো. আখতার হোসেন চৌধুরী, পৃষ্টা নং- ১২২। প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২০।

২. বই; পিরোজপুর জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, লেখক হুমায়ূন রহমান। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ২০১০। পৃষ্ঠা নং- ৭৩, ৯ নাম্বার লাইন।

৩. বই; "বাংলাদেশের জেলা-উপজেলার নামকরণ ও ঐতিহ্য" লেখক মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৭, পৃষ্ঠা নং ২৬৯, ১৪ নাম্বার লাইন।

৪. বই; বরিশাল বিভাগের কিছু কথা। লেখক এস এম রইস উদ্দিন আহম্মদ, প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৪। পৃষ্ঠা নং- ১০৬, প্রধান ফল-ফলাদি, প্রধান রপ্তানি দ্রব্য।

৫. ব্রান্ডিং বই (ধান নদী খাল-এই তিনে বরিশাল), জেলা প্রশাসন, বরিশাল; পৃষ্ঠা নাম্বার ৯৩। প্রকাশকাল ২০১৯ ও ২০২১।

৬. ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে বিটিভির, ভিটিসির জায়েদ খানের গান।
https://Youtu.be/I27hUMno56Q?si=b5BXyZScG5Hw9LMd

৭. ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ সালে প্রকাশিত "মোগো বাড়ি বরিশাল"
https://Youtu.be/Tam3mfwiCfo?si=Sw2Nj_HuM6hdS8wd

৮. ৩১ জানুয়ারি ২০২২ সালে প্রকাশিত বরিশালের আঞ্চলিক গান।
https://Youtu.be/OOCiXicRTbI?si=N0OlRVfBlVFlZA

৯. ২৩ নভেম্বর ২০১৯ বরিশালের পার্টিগান
https://fb.watch/o9yxJL9mjp/?mibextid=UVffzb

১০. বরিশালের আমড়ার খ্যাতি দেশজুড়ে। নিউজ ২৪। ২৬ জুন ২০২২
https://Youtu.be/UdJro6f92hQ?si=p9GTt3wP_-XNX71R

১১. জলে স্থলে বরিশালের সুস্বাদু আমড়া। সময় টিভি। ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯
https://Youtu.be/S7Egken9TwY?si=DnkYq1caIlCY57g8

১২. বরিলাশের আমড়ার যোগান। বিজয় টিভি। ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩
https://Youtu.be/foEf-iBzlT4?si=9JJe8zX7vgNUpXaN

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-ক-১০৮/২০২৪-২০২৫/(শিল্প)-২৮-০৮-২০২৪-১৫০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary),
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.